মাওলানার ফৎওয়া

বা

জটিল মছলার মীমাংসা।

বহু ধর্মগ্রন্থ প্রণেতা, ভারতবিখ্যাত আলেম
ও মুফতী, মোহাদ্দেস, ফকিহ, জনাব মাওলানা,
শাহ, সুফী, হাজী, পীর

মরহুম মোহম্মাদ রুহল আমিন সাহেব

(এমাম ও আল্লামায় হিন্দ্)

দ্বারা উত্তর লিখিত।

মরহুম মোহম্মাদ শুকর আলি

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

মাওলানা মোঃ মোত্তালেব হোসেন

দ্বারা প্রকাশিত

শিয়ালদহ "প্রিন্টেক্স ইণ্ডিয়া" হইতে মুদ্রিত

◆ চতুর্থ মুদ্রণ, ১৪১৫ সাল ◆

মুদ্রণ মূল্য — ২৫, টাকা
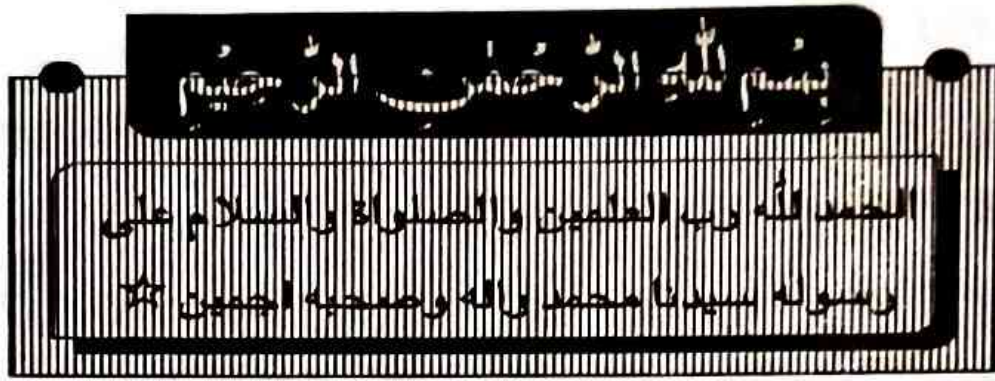
নাহমাদোহু অনুছাল্লি আ'লা রাছুলিহিল্ কারিম

মাওলানার ফৎওয়া

বা

জটিল মছলার মীমাংসা।

হুজুর! অদ্য আমি আপনাকে কতকগুলি জটিল ও জরুরি মছলা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিব, অধম খাদেমকে উত্তরদানে বাধিত করুন।

বৎস! তুমি আমাকে যাহা প্রশ্ন করিবে, আমি কেতাবানুযায়ী তাহার সদুত্তর দিব; কিন্তু এস্থলে কেতাবের নাম ও পৃষ্ঠা উল্লেখ করিতে পারিব না; প্রয়োজন হইলে কেতাবের নাম ও পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হইবে। কোরআন শরিফের তফছির লিখিতেছি, সেই কারণে সময় সংক্ষেপ; যাহা উত্তর দিব তাহা সাধারণের বোধগম্য হইবে ও উপকারে আসিবে।

১ম প্রশ্ন ঃ— জ্যোতিষ, ফালনামা, ছায়েতনামা, ঘর আঁকিয়া হাত দেওয়া, হাতের রেখা দেখা বা অন্য কোন বিদ্যার বলে গায়েবী বলা দোরস্ত কি না?

উত্তর ঃ— যখন সে ব্যক্তি গনাইতে যায়, তখন সে ফাছেক হয়; বিশ্বাস করিলে কাফের হয়, গায়েবী কথা খোদাতায়ালা ব্যতীত

অন্য কেহ বলিতে পারে না।

২য় প্রশ্ন ঃ— হুজুর! যাদুমন্ত্র সমন্বিত তাবিজ লেখা বা তাহার সাহায্য করিলে কি ফৎওয়া?

উত্তর ঃ— খোদাতায়ালা ব্যতীত অন্যের নামের সাহায্য লইলে কাফের হইতে হয়, যিনি তাহাকে সাহায্য করে তাহার উপরও ঐ হুকুম।

৩য় প্রশ্ন ঃ— কেহ কেহ বলে, রবি ও বৃহস্পতিবারে বাঁশ কাটা, বুধবারে ধান পাড়া, ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্রমাসে বিবাহ দেওয়া অশুভের লক্ষণ, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার রাত্রে টাকা হাওলাত দেওয়া নিষেধ, বুধবারে দক্ষিণ দিকে না যাওয়া উত্তম, কাক ডাকিলে কাজ হইবে না, পেঁচা ডাকিলে রোগী মারা যাইবে ইত্যাদি বিশ্বাস করার কি ফৎওয়া?

উত্তর ঃ— এই সমস্ত বিষয় বেদআৎ ও শেরেক; যাহারা উহা বিশ্বাস করে তাহাদের পাছে নামাজ পড়া নিষেধ।

৪র্থ প্রঃ— হুজুর! হিন্দুদের রথযাত্রা, দুর্গা ও চড়ক পূজার মেলাতে যোগ দিলে কি ফৎওয়া?

উত্তর ঃ— ইচ্ছা করিয়া হিন্দুদের উক্ত পূজা পার্ব্বণে যোগ দিলে কাফের হইবে।

৫ম প্রঃ— রথের মেলা ও দুর্গা পূজার মেলা উপলক্ষে জামাতা ডাকিয়া আনিলে তাহার প্রতি কি ফৎওয়া?

উত্তর ঃ— শ্বশুর ও জামাতা উভয়ই কাফের হইবে।

৬ষ্ঠ প্রঃ— গালির কাজ না করিলে ইচ্ছা করিয়া আলেমকে গালাগালি দিলে, ঘৃণার চক্ষে দেখিলে বা উপহাস করিলে কি হুকুম?

উত্তর ঃ— কাফের হইবে।

৭ম প্রঃ— যদি কেহ বলে, মৌলবী শালারা (নাউজু বিল্লাহ) দেশ খারাপ করিতেছে, তবে তাহার প্রতি কি হুকুম?

উত্তর ঃ— সে ব্যক্তি মলউন কাফের, তাহার নেকাহ ফছখ হইয়া গিয়াছে; যতদিবস অবধি সে নেকাহ না দোহ্‌রাইবে তত দিবস হারামী করিতে থাকিবে।

৮ম প্রঃ — জীবন বীমা (Life insurance) ও বিবাহ বীমা করা জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— নাজায়েজ; যাবতীয় বীমা, সুদ ও জুয়ার ন্যায় হারাম এবং অবৈধ।

৯ম প্রঃ — ট্রেডিং; ব্যাঙ্কিং ও বীমা কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা এবং তজ্জনিত লভ্যাংশ গ্রহণ করা জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— ট্রেডিং কোম্পানির শেয়ার ক্রয় এবং উহার লভ্যাংশ জায়েজ বরং উত্তম, কিন্তু ব্যাঙ্কিং ও বীমা কোম্পানির শেয়ার ক্রয় কিংবা উহার লভ্যাংশ গ্রহণ নাজায়েজ ও হারাম।

১০ম প্রঃ — সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়া এবং উহার সুদ গ্রহণ করা, ক্যাসসার্টিফিকেট ও ওয়ার লোন বণ্ড ক্রয় করিয়া উহার সুদ গ্রহণ করা এবং তদ্বারা মাদ্রাসা, মক্তব, পুকুর ইত্যাদি খনন, মসজিদের এমাম, স্কুল, মাদ্রাসার শিক্ষকদিগের বেতন প্রদান কিংবা দীন, দরিদ্র, ভিক্ষুক অথবা অভাবগ্রস্ত ছাত্রদিগকে সাহায্য করা জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— বিশেষ প্রয়োজনানুরোধে সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখা যাইতে পারে, কিন্তু সুদ গ্রহণ সকল অবস্থাতেই হারাম; ক্যাস সার্টিফিকেট ও ওয়ার লোন বণ্ড ক্রয় করা না জায়েজ। হারাম মালের দ্বারা কোন সৎকার্য্য করিলে তাহা ব্যর্থ ও পণ্ড হইবে এবং যে ব্যক্তি ঐরূপ কার্য্য করিবে, সে মহাপাপে পতিত হইবে?

১১শ প্রঃ— গৃহে চিত্র রাখা ও ফটো তোলা জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— নাজায়েজ, হজরত রছুলোল্লাহ (ছঃ) ঐ সকল কার্য্য অবৈধ ও নিষিদ্ধ বলিয়া তীব্র নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন।

১২শ প্রঃ— বন্দুকে মারা শিকার খাওয়া জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— হালাল প্রাণীকে বন্দুক দ্বারা শিকার করা জায়েজ কিন্তু উক্ত প্রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হইবার অগ্রে জবেহ করা চাই, জবেহ করিবার পূর্ব্বে মরিয়া গেলে জায়েজ নহে।

১৩শ প্রঃ— কোন কোন মুনশী, মৌলবী সুদখোরের বাটী যাইয়া কোরআন শরিফ পড়িয়া ও ওয়াজ করিয়া কিছু খায় না কিন্তু টাকা পয়সা লইয়া থাকে, ইহা জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— সুদখোরের টাকা পয়সা লওয়া নাজায়েজ।

১৪শ প্রঃ— তাক্দির বা অদৃষ্টবাদ মান্য করা উচিত কিনা?

উত্তর ঃ— তাক্দির মান্য করিতেই হইবে। তাক্দিরের প্রতি অবিশ্বাস করিলে কাফের হইতে হয়।

১৫শ প্রঃ— খালা, ফুফুর কন্যাকে বিবাহ করা জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— জায়েজ।

১৬শ প্রঃ— দাড়ি কামাইলে তাহার প্রতি কি হুকুম?

উত্তর ঃ— দাড়ি কামাইয়া ফেলা হারাম, দাড়ি রাখার প্রতি ঘৃণা করিলে কাফের হইতে হয়।

১৭শ প্রঃ— রাগের বশীভূত হইয়া আপন স্ত্রীকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিলে, তাহার পক্ষে উক্ত স্ত্রী হালাল না হারাম হইবে?

উত্তর ঃ— যদি তালাকের নিয়তে মা বলিয়া থাকে, তবে তালাক হইবে নতুবা নহে; অবশ্য এরূপ অন্যায় কথা বলার জন্য

তাহাকে তওবা করা উচিত।

১৮শ প্রঃ— প্রত্যেক চাঁদের ১১ই তারিখে বড়পীর ছাহেবের রুহে ছওয়াব রেছানির জন্য মৌলুদ পাঠ ও মিছকিন খাওয়াইতে পারা যায় কিনা?

উত্তর ঃ— ঐ রূপ ছওয়াব রেছানি করা জায়েজ, কিন্তু ১১ই তারিখে করিতেই হইবে এইরূপ জরুরী বিবেচনা করা বা উহাকে ফরজ ওয়াজেব জ্ঞান করা দোষনীয়।

১৯শ প্রঃ— ঈদের নামাজ মছজেদে পাঠ করা উত্তম কি, ময়দানে যাইয়া পাঠ করা বেশী ছওয়াবের কার্য্য?

উত্তর ঃ— ঈদের নামাজ মছজেদে পাঠ করা অপেক্ষা ময়দানে যাইয়া পাঠ করা অধিক ছওয়াবের কার্য্য। বড় জামাতের সহিত ময়দানে যাইয়া ঈদের নামাজ পাঠ করা ছোন্নৎ (১)

২০শ প্রঃ— কোন একটি লোক জনৈক স্ত্রীলোকের সহিত জেনা করে, পরে উক্ত লোকটি সেই স্ত্রীলোকটির নাবালিকা কন্যাকে বিবাহ করে, পরে উক্ত কন্যা তাহার স্বামীগৃহে বালেগা হয় ও স্বামী সহবাস পরে মারা যায়, তৎপরে সেই লোকটির উক্ত কন্যার মাতাকে (যাহার সহিত পূর্ব্বে জেনা করিয়াছিল) নেকাহ করা জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— জায়েজ নহে।

২১প্রঃ— যদি কেহ এইরূপ বলে বা লিখে যে, অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত মৌলবী নামধারী প্রচারকেরা মৌলুদ ও ওয়াজের সভায় সুদকে অযথা হারাম বলিয়া প্রচার করে; তবে শরিয়তানুসারে উক্ত লোকের উপর কি ফৎওয়া?

(১) টীকা, আমাদের দেশের অনেক অশিক্ষিত লোক দলাদলি করিয়া প্রত্যেক পল্লীতে, পল্লীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈদগাহ করিয়া থাকে। দেশের অনেক মোল্লা ও মুনশী ছাহেবগণ যৎসামান্য অর্থের লোভে উক্ত নামাজ পড়াইয়া থাকেন; ইহা একেবারে অবৈধ। ময়দানে বড় জমাৎ করিয়া নামাজ পাঠ করাই বিধেয়।

সুদ কি অযথা হারাম? এবং ইহাকে হক প্রচারকারী আলেমকে এহানত করা হয় কি না, ও তাহার ফল কি?

উত্তর ঃ— সুদ অযথা হারাম নহে বরং কোরআন হাদিসানুযায়ী অকাট্ট প্রমাণে প্রমাণিত হারাম; অকাট্ট প্রমাণে প্রমাণিত হারামকে হালাল জানিলে কাফের হইতে হয়। যাহা শরিয়তানুযায়ী হারাম বলিয়া প্রচার করিবার জন্য অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত বলায় আলেমকে এনাহত করা হয় ইহাও কাফেরী।

২২প্রঃ— স্ত্রী লোকের সাক্ষী এবং ওকালতীতে কোন স্ত্রীলোক কাহারও নেকাহ পড়াইতে পারে কি না? উক্ত বিবাহে "খোতবাহ" পড়া না হইলে বিবাহের ক্ষতি হইবে কি না?

উত্তর ঃ— দুই জন পুরুষ, অথবা একজন পুরুষ এবং দুই জন স্ত্রীলোকের সাক্ষীতে নেকাহ দোরস্ত হইবে, কেবলমাত্র স্ত্রীলোকের সাক্ষীতে নেকাহ দোরস্ত নহে। উপযুক্তা হইলে স্ত্রীলোকেও নেকাহ পড়াইতে পারে। নেকাহে খোৎবাহ পঠিত না হইলে নেকাহ অসিদ্ধ হইবে না বটে কিন্তু ছোন্নাতের খেলাফ হইবে।

২৩প্রঃ— যদি উকিল ও সাক্ষী পাত্রীর এজেন লইবার জন্য সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া যায়, পরে উক্ত সভায় আসিলে তাহাদিগকে পাত্রীর এজেন সম্বন্ধে কোনই কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বা উত্তর না লইয়া নেকাহ পড়িয়া দেওয়া হয়, তবে সেই বিবাহ জায়েজ কি না?

উত্তর ঃ— যদি পাত্রী তাহার বিবাহের জন্য সাক্ষী সমক্ষে উক্ত লোককে উকিল নিযুক্ত করিয়া থাকে, তবে বিবাহ সিদ্ধ হইবে; মোল্লাজীকে উকিল ও সাক্ষীর নিকট পাত্রীর এজেন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা উচিত।

২৪প্রঃ— নৃত্য-গীতাদি শ্রবণ ও দর্শন করা জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— হারাম, মৎপ্রণীত বাগমারী ফকিরের ধোকা ভঞ্জন দেখুন।

২৫প্রঃ— মসজেদের এমামের বেতন দেওয়া জায়েজ কি না?

উত্তর ঃ— হাঁ জায়েজ।

২৬প্রঃ— কোরবাণীর চামড়ার মূল্য কে গ্রহণ করিতে পারে এবং উহা দ্বারা কি কাজ করা উচিত?

উত্তর ঃ— অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিতে পারে এবং তাহাদিগকে দান করা প্রশস্ত ।

২৭প্রঃ— যদি কোন লোক প্রথমে ছুরা "কাওছার" পিছে "আলাম্‌তারা" পড়ে, তাহার নামাজ ছহিহ হইবে কি না?

উত্তর ঃ— হাঁ, না জানিয়া পড়িলে হইবে। জানিয়া পড়িলে মাকরুহ হইবে।

২৮প্রঃ— যদি কোন মোল্লাজী, সুদ খোরের বিবাহ পড়াইয়া তাহার নিকট হইতে কিছু লয়, তবে উহা জায়েজ হইবে কি না?

উত্তর ঃ— না জায়েজ।

২৯প্রঃ— কোন দরিদ্র ছুফী লোক সুদ খোরের বাটী আহারাদি ও অর্থাদি গ্রহণ করেনা কিন্তু জানাজাহের সময় সুদ খোরও পয়সা দিতে পারে, তাহা লওয়া জায়েজ কি না?

উত্তর ঃ— সুদখোরের পয়সা কোন অবস্থাতে লওয়া জায়েজ নহে, তবে মোল্লাজীকে হালালী অর্থ হইতে "লিল্লাহ" কিছু দান করিলে তাহা গ্রহণ করা জায়েজ হইবে।

৩০প্রঃ— বেহেশ্‌তের সুখ সম্পদ ও দোজখের দুঃখ শাস্তি দৈহিক না আত্মিকভাবে ভোগ করিতে হইবে?

উত্তর ঃ— দৈহিক ও আত্মিক উভয় প্রকারে ভোগ করিতে হইবে।

৩১প্রঃ— পার্থিব সম্বন্ধ পরকালে বিদ্যমান থাকিবে কিনা? অর্থাৎ বেহেশত ও দোজখের মধ্যেও পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, স্বামী, স্ত্রী, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের সম্বন্ধ এবং তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি ভক্তি, প্রীতি, প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ, মমতা বিদ্যমান থাকিবে কিনা?

উত্তর ঃ— বহুস্থানে পার্থিব সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকিবে।

৩২। প্রঃ— বেহেশতবাসী পিতা, মাতা, স্বীয় দোজখবাসী পুত্র, কন্যার জন্য; বেহেশ্তবাসী স্বামী বা স্ত্রী, স্বীয় দোজখবাসী প্রিয়তমের জন্য, এবং বেহেশ্তবাসী পুত্র, কন্যা, স্বীয় দোজখবাসী পিতামাতার জন্য, মনে কোনরূপ দুঃখ অনুভব করিবে কিনা? করিলে, কি উপায়ে তাহাদের সে দুঃখের অবসান হইবে?

উত্তর ঃ— মনে দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু খোদাতায়ালাই তাঁহাদিগকে সান্তনা প্রদান করিবেন।

৩৩। প্রঃ— বেহেশতের মধ্যে আহার, বিহার, পায়খানা ও প্রস্রাবের আবশ্যক হইবে কিনা? হইলে, তাহার কিরূপ ব্যবস্থা হইবে?

উত্তর ঃ— আহার ও বিহারের ব্যবস্থা থাকিবে, কিন্তু তজ্জন্য পায়খানা ও প্রস্রাবের আবশ্যক হইবে না। সুগন্ধী ঢেকুর ও ঘর্ম্ম দ্বারাই উহার আবশ্যকতা দূর হইবে।

৩৪। প্রঃ— স্বামীর, পৃথিবীতে একাধিক নেককার স্ত্রী থাকিলে তিনি বেহেশ্তে তাহাদিগকে ত পাইবেনই, অধিকন্তু নিজের সুখ সম্পদ বর্দ্ধনের জন্য বহু হুরি, নূরী প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে কি ব্যবস্থা? হুজুর! তাহাই আমার জিজ্ঞাস্য, যে রমণী — ভাগ্য দোষে একাধিক স্বামী লাভ করিয়াছেন, পরকালে তাহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে? বেহেশ্তে তিনি কোন স্বামীকে প্রাপ্ত হইবেন এবং

তিনি নিজের সুখ সুবিধার জন্য আর কোন হুরী নূরী বা সখী সহচরী পাইবেন কিনা?

উত্তর ঃ— এ সম্বন্ধে একটু মতভেদ আছে, অধিকাংশ আলেমের মত এই যে, বেহেশ্ত বাসিনী রমণী পরকালে স্বীয় প্রিয়তম স্বামীকে প্রাপ্ত হইবেন, এবং খোদাতাআলার অনুগ্রহে তাঁহার সুখের কোন সাধই অপূর্ণ থাকিবে না।

৩৫। প্রশ্ন ঃ— হুজুর! কেহ কেহ বলেন যে, হজরত রাছুলে করিম (দঃ) স্বহস্তে গরু জবেহ করেন নাই কিংবা গরুর গোস্ত ভক্ষণ করেন নাই ইহা সত্য কিনা?

উত্তর ঃ— না; উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।

৩৬। প্রশ্ন ঃ— রোগ ব্যাধি আরোগ্য বা বিপদ মুক্তির জন্য মান্নত করা, এবং মান্নতের জিনিস গ্রহন ও ভক্ষণ করা জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— আল্লাহ ব্যতীত অপরের নামে মান্নত করা হারাম ও শেরেক, আল্লাহর নামে মানিত বস্তু, মান্নতকারী, তস্য পিতা, মাতা ও ধনী লোক ব্যতীত অন্য সকলের পক্ষে ভক্ষণ করা জায়েজ।

৩৭। প্রশ্ন ঃ— হুজুর! মোহাম্মদী পঞ্জীকায় যে অশুভ বা "মনহুস" দিনের কথা লিখিত আছে, এবং উহাতে ঐ সকল দিনে কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে তাহা পণ্ড হইবে বলিয়া যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সত্য ও শাস্ত্রানুযায়ী সিদ্ধ কিনা?

উত্তর ঃ— না; উহা কিছুই নহে; শুধু কুসংস্কার ও মনের ভ্রম বিশ্বাস মাত্র।

৩৮। প্রশ্ন ঃ— হুকার পানি পাক কি নাপাক?

উত্তর ঃ— হুকার পানি দুর্গন্ধ, দুষিত ও বিকৃতবর্ণ সুতরাং উহা নাপাক। (১)

৩৯। প্রশ্ন ঃ— না পরহেজগার, লোভী আলেমকে মান্য করা আবশ্যক কি না? এবং তাঁহার প্রতি শরিয়তের কি হুকুম?

উত্তর ঃ— আলেমের এল্‌ম্‌কে সম্মান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু নিরাপদতার জন্য বিনা তাহকিকে তাঁহার আদেশ উপদেশ অনুসরণ করা উচিত নয়। শরিয়তে ঐরূপ আলেম কঠিন অপরাধী হইবে।

৪০। প্রঃ— দান খয়রাত করিবার উপযুক্ত পাত্র কাহারা? দাতার পক্ষে পাত্র অপাত্র বিচার করা আবশ্যক কিনা?

উত্তর ঃ— দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, ঋণগ্রস্ত, অন্ধ, খঞ্জ, অসমর্থ ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিগণ। পাত্রাপাত্র বিচার করা উচিত।

৪১। প্রঃ— তাছ্‌বীহ, তাহ্‌লীল, কোর্‌আন শরিফ ও মৌলুদ শরিফ পাঠ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কিছু গ্রহণ করা জায়েজ কি না?

উত্তর ঃ— হাঁ জায়েজ।

৪২। প্রঃ— পূজা-পার্ব্বণ ও দোল-দুর্গোৎসব উপলক্ষে হিন্দু জমিদার ও হিন্দু কর্ম্মচারীরা যে পার্ব্বণী বা চাঁদা আদায় করে, তাহা দেওয়া মোছলমান প্রজার পক্ষে জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— সম্পূর্ণ নাজায়েজ। (হারাম)।

৪৩। প্রঃ— যদি নাজায়েজ হয়, কিন্তু না দিলে জমিদারেরা জুলুম করে, বা অন্যভাবে অনিষ্ট করে, সেখানে কি করা কর্ত্তব্য?

উত্তর ঃ— ধর্ম্মের গৌরব ও শরিয়তের মর্য্যাদা রক্ষার্থে

(১) এ সম্বন্ধে বিস্তারিত অবগত হইবার বাসনা থাকিলে বিখ্যাত আলেম ও লেখক মাওলানা মোয়েজদ্দিন হামিদী ছাহেব কৃত "ধুমপানের অপাকরীতা" নামক পুস্তকখানি পাঠ করুন।

প্রাণপন চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

৪৪। প্রঃ— হিন্দুদিগের পূজা-পার্ব্বণ, বিবাহ ও শ্রাদ্ধ উপলক্ষে হিন্দুর বাড়ীতে খাওয়া দোরস্ত কিনা, দোরস্ত না হইলে যাহারা খায়, তাহাদের জন্য শরার কি ব্যবস্থা?

উত্তর ঃ— না, ঐ প্রকারের আহারাদি করা নাজায়েজ, যাহারা বর্ণিত অনুষ্ঠানে যোগদান ও আহারাদি করে, তাহারা আত্মমর্য্যাদাহীন, নির্লজ্জ ও ধর্ম্মদ্রোহী।

৪৫। প্রঃ— বুদ্ধ, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি পয়গম্বরগণের অন্তর্ভুক্ত কিনা?

উত্তর ঃ— না, আল্লাহ ও রাছুল যাহাদিগকে পয়গম্বর বলিয়া উল্লেখ করেন নাই' তাঁহাদিগকে পয়গম্বর বলা জায়েজ নহে।

৪৬। প্র ঃ— যাঁহারা ঐ সকল লোকদিগকে পয়গম্বর বলিয়া প্রকাশ করেন' তাঁহারা দোষী হইবেন কিনা?

উত্তর ঃ— তাঁহারা সন্দেহজনক অন্যায় ও অসঙ্গত অনুমাণের জন্য দোষী হইবেন।

৪৭। প্রঃ— রোজা রাখিয়া সঙ্গীত শ্রবণ করিলে রোজা ভঙ্গ হয় কিনা?

উত্তর ঃ— না, কিন্তু তাই বলিয়া উহা শ্রবণ করা সকল অবস্থাতে হারাম।

৪৮। প্রঃ— সঙ্গীতের সুরে ফারছী ভাষায় কোন কবিতা পাঠ করা জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— শুধু ফারছী কেন, যে কোন ভাষায় হউক, সঙ্গীতের সুরে কবিতা প্রভৃতি পাঠ করা হারাম।

৪৯। প্রঃ— শা'বানের চাঁদে রুটি দেওয়া বেদ্‌য়াত কিনা?

উত্তর ঃ— বেদয়াত নহে, কিন্তু উহা **দেশপ্রথা** ও **জরুরী**

বিবেচনা করিয়া করিলে অবশ্য বেদয়াত হইবে। আমাদের দেশে সাধারনতঃ পল্লীগ্রামে লোকদিগকে যেরূপ ভাবে রুটি দিতে দেখা যায়, সেরূপ ভাবে উহা দেওয়া জায়েজ নহে।

৫০। প্রঃ— বিবাহ কালে 'দফ্' নামক বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া আনন্দ প্রকাশ করা জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— জায়েজ নহে।

৫১। প্রঃ— লা-মজাহাবীদিগের সহিত সাদী বিবাহ করা জায়েজ কিনা? যদি না হয় তবে পূর্ব্বে যে সমস্ত বিবাহ হইয়া গিয়াছে বরং তাহাদের যে সমস্ত সন্তানসন্ততি জীবিত আছে, তাহারা কি হইবে? উহাদের কন্যা গ্রহণে কি কোন দোষ আছে?

উত্তর ঃ— উহাদের সহিত সাদী, বিবাহ, আদান-প্রদানাদি একেবারে নাজায়েজ। পূর্ব্বে যে সমস্ত বিবাহ, সাদী হইয়া গিয়াছে, তখন উহাদের ধর্ম্মমত এখনকার মত ছিল না। বর্ত্তমানে উহাদের যেরূপ আকিদা দেখা যাইতেছে, তাহাতে এখন উহাদের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংস্রব ত্যাগ না করিলে দীন ঈমান রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

৫৩। প্রঃ— যদি কোন ব্যক্তি জানিয়াও এদ্দতের পূর্ব্বে কোন স্ত্রীলোকের নেকাহ পড়াইয়া দেয়, তবে ঐ ব্যক্তির প্রতি শরার কি হুকুম?

উত্তর ঃ— স্ত্রীলোকের এদ্দৎ গত হইবার পূর্ব্বে স্পষ্টভাবে তাহার সহিত বিবাহের পয়গাম করা নিষিদ্ধ। এমতাবস্থায় এদ্দতের পূর্ব্বে কখনই নেকাহ জায়েজ হইতে পারে না। কেহ হালাল জানিয়া এইরূপ নেকাহ পড়াইয়া দিলে শরার বিধান মতে তিনি কাফেরের মধ্যে গণ্য; এবং তাঁহার বিবি তালাক হইয়া যাইবে।

৫৪। প্রঃ— হুজুর! উকিল ও সাক্ষীর প্রতি কি হুকুম?

উত্তর ঃ— ঐ হুকুম।

৫৫। প্রঃ— হুজুর! কোন কোন আলেম বলেন, যদি কোন সুদখোরের অর্দ্ধেকের বেশী হালাল মাল যথা চাষ ও ব্যবসা দ্বারা হয়, তবে তাহার মাল হালাল, ইহা কি সত্য?

উত্তর ঃ— সত্য নহে, সুদের অপবিত্রতা কাৎয়ী দলিল হইতে সপ্রমাণিত হইয়াছে।

৫৬। প্রঃ— হুজুর কোন কোন আলেম বলেন, যদি আমি ঐ সুদখোরের বাটী না খাইতাম বা হেদায়ত না করিতাম, তবে উক্ত ব্যক্তি নাড়ার ফকির হইয়া যাইত, ইহার কি ফৎওয়া?

উত্তর ঃ— ঐ প্রকার হিলা করিয়া সুদখোরের বাটীতে আহারাদি করার প্রমাণ কোন বিশ্বাসযোগ্য কেতাবে নাই। সুদখোর যতক্ষণ পর্য্যন্ত তওবা না করে ও সুদের মাল উহার প্রকৃত অধিকারীকে প্রত্যর্পণ না করে, ততক্ষণ উহার দাওত বা নজর গ্রহণ জায়েজ হইবে না। তবে উহাকে ওয়াজ শুনাইয়া দীনের পথে আনিতে বাধা নাই।

৫৭। প্রঃ— হুজুর! কট্‌কোবালা জায়েজ কি না? ইহার দলিল কি?

উত্তর ঃ— কট্‌কোবালা নাজায়েজ ও হারাম; ইহার দলিল মতপ্রণীত 'ইব্‌তালেল্ বাতেল' পাঠ কর।

৫৮। প্রঃ— স্বহস্তে সন্তানের নাড়ী কাটিলে কি হয়? দাই ডাকাইয়া নাড়ী না কাটালে ক্ষতি কি? যদি কেহ সন্তানের নাড়ী কাটিয়া থাকে, তবে তাহাকে সমাজচ্যুত (একঘরে) করিতে হয় কি না? নাপিত দিয়া নখ, না কাটাইলে প্রসুতি পাক হয় কিনা?

উত্তর ঃ— স্বহস্তে সন্তানের নাড়ী কাটা নিঃসন্দেহে জায়েজ,

কেতাবে ইহার বহু অকাট্য প্রমাণ আছে। দাই ডাকাইয়া নাড়ী না কাটাইলে কোন ক্ষতি নাই বরং কোন কোন স্থানে দাই ডাকাইয়া কাটান একান্ত দোষণীয় অর্থাৎ যে স্থানে নাপিত দিয়া প্রসুতির নখ না কাটাইলে, দাই নাড়ী কাটিতে নারাজ হয়, কিংবা দাই আসিয়া খেলাফে্ শরা কার্য্যসমূহ করে, তথায় দাই ডাকাইতে নাই। যদি কেহ স্বহস্তে সন্তানের নাড়ী কাটিয়া থাকেন, তবে তিনি ভাল কাজ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে তাহাকে সমাজচ্যুত (একঘরে) করা হারাম। স্বহস্তে সন্তানের নাড়ীচ্ছেদ করাকে যে ব্যক্তি ঘৃণা করে, দীন ইস্‌লামের আইন মতে সে ব্যক্তি সমাজচ্যুত হইবার যোগ্য। তাহার পিছনে নামাজ পড়িতে নাই। নাপিত দ্বারা স্ত্রীলোকের নখ্ কাটান বা ক্ষৌর কার্য্য করান কঠিন হারাম। উহাকে জায়েজ জানিলে কাফের হইবে। প্রসুতির নেফাছ বন্ধ না হইলে পাক হইতে পারে না, নাপিত দ্বারা নখ্ কাটিয়া পাক করা কাফেরদের রীতি, মোছলমানগণ কাফেরদের রীতিনীতি মত চলিয়া জাহান্নামী হইবেন না।

৫৯। প্রঃ— সত্যপীর কোন পীর কিনা তাহা আমরা জানি না, ইতিহাস পাঠে যতদূর জানা যায়, সত্যপীর নামে কোন পীর নাই। রাজা গণেশ মোছলমানগণের মধ্যে সত্যপীরের প্রচলন করে। কৃষ্ণ হরিদাস নামক জনৈক হিন্দু সত্যপীরের পুথি রচনা করিয়াছে, তাহাতে সত্যপীরের পরিচয়ে লিখিয়াছে — "হাতে আশা, মাথে জটা, কপালে বৃহতী কাটা, বাম করে শোভে মোহন বাঁশী, সুবর্ণের পৈতা কান্ধে, কোমরে জিঞ্জির বান্ধে, অঙ্গে শোভে গেরুয়া বসন। বেড়ায় সন্ন্যাসী বেশে, ফিরি অন্য দেশে দেশে, নানা মূর্ত্তি করিয়া ধারণ।" এরূপ স্থলে যাহারা সত্যপীরকে পীর বলিয়া বিশ্বাস করে তাহাদের উপর শরিয়তের কি হুকুম?

উত্তর ঃ— এইরূপ কল্পিত লোককে পীর বলিয়া ধারণা করা গোমরাহী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

৬১। প্রঃ— যদি কোন মোছলমান সত্যপীরের শিরিনী ও গীত করাইলে নিজের অথবা সন্তান সন্ততির পীড়া ও নানাবিধ বালা, মছিবতে আক্রান্ত হওয়ার বিশ্বাস করিয়া উক্ত কার্য্য করে, বা করায়, তাহাদের প্রতি শরিয়তের কি হুকুম?

উত্তর ঃ— যাহারা এইরূপ বিশ্বাস করিবে, তাহারা কাফের হইবে।

৬২। প্রঃ— সত্যপীরের গীতে গায়কেরা কেহ আল্লাহ, কেহ রছুল, কেহ জিবরাইল, কেহ পীর, ইত্যাদি সাজিয়ে নানাবিধ কার্য্য দেখায়, এইরূপ স্থলে যাহারা এইরূপ সাজে, এবং যাহারা দেখে ও যাহারা পয়সা দিয়া গীত করায় ও ফেরি দেয়, তাহাদের প্রতি শরিয়তের কি হুকুম?

উত্তর ঃ— এইরূপ কার্য্যকারী লোকেরা এবং যাহারা এই সমস্ত কাজকে ভাল জানে অথবা সাহায্য করে, তাহারা জিন্দিক কাফের হইবে।

৬৩। প্রঃ— সত্যপীরের পুঁথিতে উপরোক্ত ঘটনাবলী ব্যতীত পূর্নজ্জন্ম ও সত্যপীরকে অবতার বলিয়া লিখিত আছে, এরূপ অবস্থায় যাহারা সত্যপীরের পুঁথি পড়ে বা শুনে, তাহাদের প্রতি শরিয়তের কি হুকুম?

উত্তর ঃ— ঐরূপ পুঁথি ভক্তি সহ পাঠ করা হারাম এবং উহার প্রতি বিশ্বাস করা কাফেরী।

৬৪। প্রঃ— মাদার বা সত্যপীরের গীতের মধ্যে যাহারা পীর, পয়গম্বর, কোর-আন শরীফ, নামাজ ও আহলে বয়েত বা ছাহাবা (রাদিঃ) কে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে — অথবা তোহ্‌মত বা এহানত করে, তাহাদের এবং যাহারা পয়সা খরচ করিয়া এইরূপ করায় ও যাহারা শুনে, ফেরি দেয় এবং অন্য কিছু সাহায্য করে, তাহাদের প্রতি শরিয়তের কি হুকুম?

উত্তর ঃ— এইরূপ লোকেরা এছলাম হইতে খারিজ হইয়া কাফের হইবে এবং তাহাদের স্ত্রীর সহিত নেকাহ্ ভঙ্গ হইবে। ইহাদিগের সহিত সমাজ করা, সাদী বিবাহ করা, পিছনে নামাজ এবং বিনা তওবায় মরিয়া গেলে তাহাদের জানাজা পাঠ কিংবা কোনরূপ ছওয়াব রেছানী করা কঠিন হারাম।

৬৫। প্রঃ— যদি বেনামাজীর হালাল অর্থ থাকে, তবে তদ্দারা মছ্জিদ তৈয়ার করা যায় কিনা? যদি সুদখোরের হালাল মাল থাকে সে যদি উক্ত মাল হইতে কিছু দান করে, তবে তাহা লইয়া মছজিদের কোন কার্য্য করা যায় কিনা?

উত্তর ঃ— মোছলমান নামাজীর বিশুদ্ধ হালাল অর্থ দ্বারা মছজিদ তৈয়ার করা যায়, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ইহা উত্তম যে, বেনামাজীকে তওবাহ্ করাইয়া নামাজী বানাইয়া লইবে। সুদখোরের যতই হালাল মাল থাকুক না কেন, তদ্দারা মাছেজেদ নির্ম্মান বা তাহার অর্থ মছজেদের কোন কার্য্যে লাগান দোরস্ত নহে, কেননা সুদ খোর ফাছেকে মো'লেন এর সাক্ষ্য শরিয়তে গ্রাহ্য নহে, যেহেতু সুদখোর তাহার মাল হালাল হওয়া সম্বন্ধে যতই সাক্ষ্যপ্রদান করুক না কেন, তাহা শরিয়তে গ্রহনীয় নহে, অতএব তাহার মাল মছ্জেদের কার্য্যে ব্যবহার করা নাজায়েজ। তবে যদি সুদখোর তওবাহ্ করিয়া সৎপথে থাকে ও বহুকাল পর্য্যন্ত সে তাহার তওবাহ্ ঠিক রাখে অর্থাৎ সুদ আদান প্রদান প্রভৃতি না করে এবং তখন হইতে যদি তাহার হালাল মাল মছ্জেদে দান করে, তবে লওয়া যাইতে পারে। প্রকাশ থাকে যে, হারাম মাল দ্বারা মছ্জেদ্ নির্ম্মাণ করিলে, তাহা মছ্জেদে জেরারের মধ্যে গণ্য হয়।

৬৬। প্রঃ— কোরবানির পশুর চামড়ার বিক্রিত মূল্যে মাদ্রাসা গৃহ নির্মাণ করা যায় কিনা?

উত্তর ঃ— উক্ত চামড়ার মূল্যে মাদ্রাসা নির্ম্মাণ করা নাজায়েজ।

৬৭। প্রঃ— জারজ ব্যক্তির এমামত জায়েজ কি না?

উত্তর ঃ— জায়েজ, কিন্তু মাকরুহ। লোকের অবজ্ঞা ও কটাক্ষ হইতে নিরাপদ থাকিবার জন্য, জারজ বলিয়া পরিচিত ব্যক্তির পক্ষে এমামত হইতে বিরত থাকাই উত্তম।

৬৮। প্রঃ— বিধর্ম্মীর কোরবানী করা এবং মোছলমানের পক্ষে ঐ কোরবাণীর গোস্ত খাওয়া জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— বিধর্ম্মীর কোরবাণী অবৈধ ও অগ্রাহ্য। তবে আহ্‌লে কেতাবদিগের জবেহ্ কৃত পশু আমাদিগের পক্ষে ভক্ষণ করা হালাল।

৬৯। প্রঃ— বিধর্ম্মীর প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করা মোছলমানের পক্ষে জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— অবৈধ দ্রব্যের সংমিশ্রণ কিংবা অপবিত্রতার আশঙ্কা না থাকিলে জায়েজ, কিন্তু সম-ধর্ম্ম বিশ্বাসীর প্রস্তুত দ্রব্যাদি যেখানে সহজপ্রাপ্য, সেস্থানে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর প্রস্তুত দ্রব্যাদি ব্যবহার সমীচীন নহে।

৭০। প্রঃ— হিন্দু লোক মছজেদ বানাইয়া দিলে তাহা জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর ঃ— নাজায়েজ।

৭১। প্রঃ— যদি কোন লোক নামাজ না পড়ে, গীত বাদ্য ইত্যাদি করে, গ্রামের মাতব্বরগণ তাহাদিগকে জরিমানা করে, তবে সে জরিমানার টাকা কি হইবে ও সেই টাকা কোন সৎ কার্য্যে লাগান যায় কিনা?

উত্তর ঃ— হজরত এমাম আজমের (রহঃ) ব্যবস্থা মতে জরিমানা করা নাজায়েজ, কিন্তু এমাম আবু ইউছুফ (রহঃ)র মতে জরিমানার টাকা আদায় করিয়া কোন বিশ্বস্ত লোকের নিকট গচ্ছিত

রাখিবে তৎপর উক্ত ব্যক্তির চরিত্র সংশোধিত হইলে উক্ত টাকা তাহাকে ফিরাইয়া দিবে। জরিমানার টাকা কোন সৎকার্য্যে লাগান যায় না।

৭২। প্রঃ— কোন গ্রামে এরূপ নিয়ম আছে যে, পুত্রের বিবাহে বর পক্ষ গ্রামের মাতব্বরগণকে নির্দ্দিষ্ট অর্থ দিবে, নচেৎ তাহার বিবাহ হইবে না, গরীব হইলেও মাফ নাই, ইহা কেতাবানুযায়ী জায়েজ কিনা? ইহাতে জুলুম আসে কিনা?

উত্তর ঃ— নাজায়েজ। এইরূপ জুলুম করিয়া অপরের অর্থ শোষণ করা হারাম।

৭৩। প্রঃ— বেনামাজী ও নাবালেগ্ লেড়কার মুরগী জবাহ দোরস্ত কিনা?

উত্তর ঃ— হাঁ, উহাদের মধ্যে জবহের শর্ত্ত সমূহ পাওয়া গেলে দোরস্ত। উভয়ই "বিছমিল্লাহে আল্লাহো আকবার" বলিবে।

৭৪। প্রঃ— মোশরেকদিগের মাল (টাকাকড়ি ইত্যাদি) হালাল কি হারাম এবং তাহার বাড়ীতে দাওয়াত কবুল করা যায় কিনা?

উত্তর ঃ— শেরেকী কার্য্যে মাল হারাম হয় না। হারাম পেশা দ্বারা উপার্জ্জিত মালই হারাম, যথা সুদ, ঘুষ, চুরি ইত্যাদি। সুতরাং মোশরেক যদি হারাম পেশা না করে, তবে তাহার মাল হারাম হইবে না। মোশরেক ব্যক্তিকে তওবাহ করাইয়া নেকাহ দোহরাইয়া লওয়াইতে হইবে তৎপর সে যদি শেরেকী কার্য্য না করে, তবে তাহার বাটী দাওয়াত কবুল করা যাইতে পারে।

৭৫। প্রঃ— দাল্লিন ও জাল্লীনের মধ্যে কোন্ উচ্চারণটী ছাহিহ ও তাহার দলীল কি?

উত্তর ঃ— জাল্লীন উচ্চারণ করা মহাভ্রম। এ সম্বন্ধে মৎপ্রণীত দাল্লীন ও জাল্লীনের মীমাংসা কেতাব পাঠ কর।

৭৬। প্রঃ— কোন গ্রামের সমস্ত লোকের সমবেত মতে স্থানীয় জোমআ ঘর কোন সুবিধাজনক স্থানে স্থানান্তরিত করা যায় কিনা? এবং কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঐরূপভাবে স্থানান্তরিত হইয়া থাকিলে তাহার কি ব্যবস্থা হইবে?

উত্তর ঃ— জুমআ মছজেদ স্থানান্তরিত করা নাজায়েজ। উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম স্থানে মছ্জেদ স্থানান্তরিত করা নাজায়েজ। দ্বিতীয় মছ্জেদ্ কায়েম রাখা সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

৭৭। প্রঃ— সুদখোর অথবা ব্যাভিচারিণীর নিকট টাকা কর্জ্জ করিয়া কোন সৎকার্য্য করা যায় কিনা?

উত্তর ঃ— শরিয়তের অনুমোদিত অপরিহার্য্য কারণ ব্যতীত সুদের কর্জ্জ করা নাজায়েজ। আবশ্যক হইলে সুদখোরের নিকট বিনা সুদে কর্জ্জ করিয়া তদ্দারা সৎকার্য্য করা যাইতে পারে। ব্যভিচারিণীর সমস্ত অর্থই অপবিত্র; সুতরাং তাহার নিকট কর্জ্জ করা অসঙ্গত ও ঘৃণাকর।

৭৮। প্রঃ— মোছলমান হাজ্জাম, দাই, ক্ষৌরকর, কাহার (বেহারা) প্রভৃতি শ্রেণীর বাড়ীতে দাওয়াত গ্রহণ করা জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— যদি তাহাদের পুরুষ বা নারীগণ শরিয়ত বিরুদ্ধ কার্য্য না করে, এবং তাহাদের আচার ব্যবহার ও চাল চলন ইছলাম অনুমোদিত হয়, তবে নিঃসন্দেহে জায়েজ।

৭৯। প্রঃ— মোছলমান ডাক্তারগণের পক্ষে বারবিলাসিনী নারীর চিকিৎসা করা এবং তদ্বিনিময়ে তাহাদের নিকট হইতে 'ভিজিট্' গ্রহণ করা জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— মোছলমানের পক্ষে ব্যভিচারিণীর সংশ্রব সযত্নে পরিহার করা একান্ত কর্ত্তব্য, তাহাদের অপবিত্র অর্থ সর্ব্বতোভাবে অসঙ্গত ও অবৈধ।

৮০। প্রঃ একাধিক স্ত্রীলোক একই ওয়াক্তের নামাজ এক জায়গা নামাজে ভিন্ন ভিন্ন পড়িতে পারে কিনা?

উত্তর ঃ— হাঁ ভিন্ন ভিন্ন পড়িবে, জামাত করিয়া পড়িবে না।

৮১। প্রঃ— পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোকের যদি বালেগ হওয়ার কোন চিহ্ন প্রকাশ না পায়, তবে কত বৎসরে তাহাদিগকে বালেগ বলা যাইবে?

উত্তর ঃ— ঐরূপ অবস্থায় ১৫ পনের বৎসর বয়সে স্ত্রী বা পুরুষকে বালেগ্ বলিয়া ধরিতে হইবে।

৮২। প্রঃ— দীনদার খোঁড়া লোকের পশ্চাতে নামাজ পাঠ করা জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— জায়েজ বটে, কিন্তু মাকরুহ্।

৮৩। প্রঃ— নয় বৎসর অতীত হওয়ার পরেও যদি কোন স্ত্রীলোকের বালেগ হওয়ার কোন চিহ্ন না পাওয়া যায়, তবে উক্ত স্ত্রীলোকটী নিজের এজেনে বিবাহিতা হইতে পারে কিনা?

উত্তর ঃ— স্ত্রীলোক নয় বৎসরের কমে বালেগাহ্ হইতে পারে না। কিন্তু নয় বৎসর হইলেই স্ত্রীলোক বালেগাহ্ হইবে, ইহা কোন দলীল সঙ্গত কথা নহে। নয় বৎসর পূর্ণ হইবার পর, যদি কোন স্ত্রীলোকের বালেগাহ্ হওয়ার কোন চিহ্ন প্রকাশ না পায়, তবে ১৫ বৎসরের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত তাহাকে নাবালেগাহ্ বলিয়া ধরিতে হইবে। উক্ত নাবালেগ কন্যার নিজ এজেনে বিবাহ হইতে পারে না। তাহার ওলীর এজেনে বিবাহ হইবে। যদি পনের বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পরও কোন স্ত্রীলোকের বালেগাহ্ হইবার চিহ্ন প্রকাশ না পায়, তবে বালেগাহ্ বলিয়া ধরিতে হইবে ও তাহার নিজ এজেনে বিবাহ জায়েজ হইবে।

৮৪। প্রঃ রম্জান ও ঈদের চাঁদ দেখিয়া আজান দেওয়া এবং ঈদের নামাজের পরে পরস্পর কোলাকুলি করা জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— আজান দিবার কোন দলিল নাই, সুতরাং অন্য প্রকারে চাঁদ দেখার সংবাদ প্রচার করা আবশ্যক। শরীর বস্ত্রাবৃত থাকিলে দেখা সাক্ষাতের সময়ে কোলাকুলি করা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সুতরাং উহা হইতে বিরত থাকাই উত্তম।

৮৫। প্রঃ— স্ত্রীলোকের পক্ষে তারাবিহের নামাজ একাকী অথবা জামাত করিয়া পড়া জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— স্ত্রীলোকের পক্ষে জামাত করিয়া নামাজ পড়া মাকরুহ। একাকী পড়াই প্রশস্ত বিধি।

৮৬। প্রঃ— ভগ্নীর সতীনের কন্যাকে বিবাহ করা জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— হাঁ, জায়েজ হইবে।

৮৭। প্রঃ— জ্ঞাতি ভ্রাতার নাত্নীকে বিবাহ করা জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— হাঁ, শরিয়ত অনুযায়ী জায়েজ।

৮৮। প্রঃ— এক ব্যক্তির কতকগুলি খেজুর গাছ আছে, সে কোন লোককে এই সর্ত্তে জমা করিয়া দিল যে, রসের অর্দ্ধেক ভাগ দিবে, ইহা জায়েজ কিনা? যদি জায়েজ না হয়, তবে কিরূপে জায়েজ হইবে?

উত্তর ঃ— নাজায়েজ। তবে গাছ ও উহার তলস্থ জমিটুকু জমা করিয়া দিবার শর্ত্ত করিয়া লইলে হালাল হইবে।

৮৯। প্রঃ— কাপড়ের মুখপাত, কুপাত বোনা জায়েজ কিনা? যখন দেখাইবে মুখপাত দেখাইবে, ইহাতে লোককে ঠকান হয় কিনা?

উত্তর ঃ— জায়েজ নহে, ইহাতে ঠকান হয় সত্য।

৯০। প্রঃ— আন্দাজী খালের বা বিলের মাছ জমা করিয়া লওয়া জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— জায়েজ নহে।

৯১। প্রঃ— বিনা চিকিৎসায় বা কুচিকিৎসায় "হায়াত" থাকিতে মানুষ মরে কিনা? যদি না মরে তবে "কালাজ্বরে" এত মানুষ মরিতেছে; ইহাদের কি একেবারে 'হায়াত' ফুরাইয়াছিল?

উত্তর ঃ— মরে না। সমস্ত জগতে দৈনিক কত সহস্র লোক মরিতেছে, তাহা যেরূপ, এক অঞ্চলে 'কালাজ্বরে' অধিক লোক মরাও সেইরূপ।

৯২। প্রঃ— যাহা তাক্‌দীরে আছে, তাহা কি বিনা চেষ্টায় হইবে?

উত্তর ঃ— তাক্‌দীরে থাকিলে চেষ্টাও হইবে, চেষ্টাও তাক্‌দীরের অন্তর্গত।

৯৩। প্রঃ— বিদ্যা শিক্ষা কি তাক্‌দীরের ফল, না চেষ্টার ফল?

উত্তর ঃ— তাক্‌দীরের ফলই চেষ্টা।

৯৪। প্রঃ— নদী ও পুকুরে প্রাপ্ত কচ্ছপ ও কাঁকড়া কোন হিন্দুকে দান করা জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— জায়েজ নহে।

৯৫। প্রঃ— যখন খতীব খোৎবাহ, পাঠ করেন, তখন কোন নামাজ পড়া জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— ছাহেবে তরতিব, কেবল ফজরের কাজা পড়িতে পারেন। অন্য কোন সুন্নত মাকরুহ তাহরিমী হইবে।

৯৬। প্রঃ— মোরদারের বাটিতে চারিদিনে 'চাহারম' খাওয়া কিরূপ?

উত্তর ঃ— দেশপ্রথার অনুসরণ করা বেদ্‌য়াৎ।

৯৭। প্রঃ— নওশাহের পক্ষে বিবাহ করিতে যাইবার কালে মছ্জেদে ছালাম করা কিরূপ?

উত্তর ঃ— ইহাও বেদয়াত প্রথা।

৯৮। প্রঃ— মাছজেদের মধ্যে বসিয়া বিবাহ পড়ান জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— হাঁ, জায়েজ, বরং সুন্নত।

৯৯। প্রঃ— ছওয়াবের জন্য এবাদত করিয়া বা করাইয়া কোরাণ শরীফ পড়িয়া, কবর জেয়ারত করিয়া কিছু লওয়া জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— বিশুদ্ধভাবে এবাদত, কোরান পাঠ ও জেয়ারত করিবে, দাতা ছওয়াবের নিয়তে কিছু দান করিলে, ইহা জায়েজ।

১০০। প্রঃ— ঘরের মধ্যে জীব জন্তুর মূর্ত্তি রাখা জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— যে ঘরে চিত্র বা মূর্তি থাকে, সেই ঘরে রহমতের ফেরেশ্‌তা যান না।

১০১। প্রঃ— যদি কোন লোক নিজের স্ত্রীকে একেবারে তিন তালাক দিয়া আবার লইতে চায়, তবে তাহার কি ব্যবস্থা?

উত্তর ঃ— একেবারে তিন তালাক দেওয়া গোণাহ। তিন তালাকের পরে গ্রহণ করা হারাম। যদি নিতান্ত জরুরি বলিয়া লইতে চায়, তবে এদ্দত অন্তে অন্য স্বামী গ্রহণ করিয়া সহবাস অন্তে তালাক দিলে বা মৃত্যু হইলে এদ্দত বাদে নেকাহ্ করিয়া লইতে পারে।

১০২। প্রঃ— খোদাতাআলার নামের মান্নতের খাদ্য, নিজে বা সন্তানসন্ততি খাইতে পারে কিনা?

উত্তর ঃ— খোদাতাআলার নামের মান্নত নিজে খাইতে পারে না। তাহার বেটা, বেটি, মা, বাপ, নানা, নানী, দাদা, দাদী ও যাহার

পক্ষে জাকাৎ, ফেৎরা লওয়া দোরস্ত নাই, তাহাদিগকে খাওয়াইতে পারিবে না।

১০৩। প্রঃ— যদি কোন লোক নাছারাদের সুন্দরী কন্যা দেখিয়া বিবাহের ইচ্ছায় নাছারা হইতে চাহে, তবে তাহার কি হুকুম?

উত্তর ঃ— সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

১০৪। প্রঃ— তরিকত, তাওয়াজ্জোহ, মোরাকা'বা শরিয়ত সিদ্ধ কিনা?

উত্তর ঃ— এ সমস্ত শরিয়তের দলীল অনুসারে জায়েজ এবং আবশ্যকীয়।

১০৫। প্রঃ— হুজুর! তরিকত শিক্ষার জন্য কোন্ পীর উপযুক্ত ও এ সম্বন্ধে কোন বাঙ্গলা কেতাব আছে কিনা?

উত্তর ঃ— তরিকত শিক্ষার জন্য হুগলী ফুরফুরার জনাব পীর ছাহেব কেবলাহ্ শীর্ষস্থানীয় ও মৎপ্রণীত তরিকত দর্পণ নামক কেতাব দেখ।

১০৬। প্রঃ— নামাজের পর কেবলাহ মুখে বসিয়া জেকের করা, ও পীরের অছিলাহ্ গ্রহণ করা জায়েজ কিনা? এবং ঐ সমস্তকে শেরেকী কুফরী বলা কিরূপ?

উত্তর ঃ— এইরূপ জেকের করা (উচ্চঃস্বরে না হয়) জায়েজ, পীরের অছিলাহ গ্রহণ করা দোরস্ত, কিন্তু পীরকে আবাধ্য ও হাজের নাজের ধারণা করা কুফরী। যাহারা ঐ সমস্ত জায়েজ কার্য্যকে শেরেকী, কুফরী বলেন, তাহারা কঠিন গোনাহগার হইবেন।

১০৭। প্রঃ— কোন দীনদার পরহেজগার আলেম মোজাদ্দেদীয়া তরিকানুযায়ী জেকের আজকার করেন, তিনি কোনরূপ বেশরা ও বেদয়াত কার্য্য করেন না বা তাহার প্রশ্রয় দেন না অথবা জোর করিয়া নজরাণা আদায় করেন না এরূপ ধর্ম্মভীরু আলেমকে মোজাদ্দেদীয়া তরিকা গ্রহণ এবং জেকের আজকার করার

জন্য কাফের মোশরেক, শয়তান বলা যায় কিনা? এবং তাহাতে শরিয়তের কি হুকুম?

উত্তর ঃ— মোজাদ্দেদীয়া তরিকানুযায়ী জেকের করাও জায়েজ। দীনদার আলেম অথবা মোছলমানকে কাফের ধারণা করিয়া কাফের, মোশরেক বলিলে শরিয়ত অনুযায়ী সেই ব্যক্তি নিজেই কাফের হইবে, সে কাজীর নিকট তাজির পাইবার যোগ্য।

১০৮। প্রঃ— নামাজের মধ্যে খোদারছুলের মহব্বতে অথবা বেহেশ্‌ত দোজখের কথায় যদি কেহ কাঁন্দিয়া উঠে, তবে তাহার নামাজ ফাছেদ হইবে কিনা? এবং তাহাকে ঐ কার্য্যের জন্য মছজেদ্ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত কিনা?

উত্তর ঃ— নামাজের মধ্যে উপরোক্ত কারণে চুপে কাঁদিলে নামাজ নষ্ট হইবে না এবং এই কার্য্যের জন্য তাহাকে মছ্‌জেদ্ হইতে বাহির করা ঘোর অন্যায়।

১০৯। প্রঃ— যদি কোন হিন্দু মছ্‌জেদে শিরিণী (বাতাসা ইত্যাদি) দান করে, তবে তাহা মোছলমানের পক্ষে খাওয়া জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— ইহা খাওয়া জায়েজ নহে, তবে তাহা খাদ্যাভাবে মৃতপ্রায় মোছলমানের পক্ষে ইহা খাওয়া দোরস্ত।

১১০। প্রঃ— যদি কোন লোককে বলা যায় তুমি জাকাত দাও, তদুত্তরে সে বলে, আমি জাকাত দিবনা তবে তাহার কি হুকুম?

উত্তর ঃ— সে ব্যক্তি কাফের হইবে, কেননা উহা খোদার আদেশ।

১১১। প্রঃ— যদি কোন লোককে বলা হয়, তুমি নামাজ পড়না কেন? আর যদি সে বলে আমার ছেলে নাই, পুলে নাই, কি জন্যে নামাজ পড়িব, আর বলে নামাজ তাকের উপর রাখিয়া দিয়াছি, তাহার প্রতি কি হুকুম?

উত্তর ঃ— ঐ ব্যক্তি কাফের হইবে।

১১২। প্রঃ— যদি কেহ বলে হজরত আদম আলায়হেছ ছালাম যদি গন্দম না খাইতেন, তবে আমাদের এ দশা হইত না, তাহার প্রতি কি হুকুম?

উত্তর ঃ— ঐ ব্যক্তি কাফের হইবে।

১১৩। প্রঃ— সন্ধ্যাকালে চন্দ্রের চারি ধারে যে গোলাকার দৃশ্য হয়, তাহা দেখিয়া অনেকে বলে শীঘ্রই পানি হইবে, ইহাতে কি কোন দোষ হয়?

উত্তর ঃ— উহা বলাতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, কেননা সে গায়েবী বলার দাবী করিল।

১১৪। প্রঃ— পীড়ার জন্য জায়ফল ও তাড়ী (খেজুর বা তালের রস পচান, উহাতে নেশা হয়) খাওয়া জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— উহা নাজায়েজ।

১১৫। প্রঃ— জমি গুলা করিয়া দেওয়া কিরূপ?

উত্তর ঃ— হারাম।

১১৬। প্রঃ— ছাগল, মুরগী ও গরু পোষানি দেওয়া কিরূপ?

উত্তর ঃ— উহা নাজায়েজ।

১১৭। প্রঃ— যদি কেহ বলে লাউ ভাল জিনিস, উহা খাও না কেন? পয়গম্বর ছাহেব উহা আদরের সহিত খাইতেন। তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তি বলে উহা ভাল নহে, খাইব না, খাইলে এক বৎসর পেটে থাকে; এরূপ বলাতে কি কোন দোষ হয়?

উত্তর ঃ— উক্ত ব্যক্তি কাফের হইবে, কেননা পায়গম্বর ছাহেব যাহা ভাল বাসিতেন, তাহাকে এনকার করা হইল।

১১৮। প্রঃ— দুই সহোদরা ভগ্নিকে এক কালে বিবাহ করা কিরূপ?

উত্তর ঃ— দ্বিতীয়টী হারাম হইবে।

১১৯। প্রঃ— পণ গ্রহণ করা জায়েজ কিনা? উহার দলীল কোন্ কেতাবে আছে?

উত্তর ঃ— উহা সম্পূর্ণ হারাম। উহার দলীল মৎপ্রনীত জরুরী মাসায়েল দ্বিতীয় ভাগে লিখিত আছে।

১২০। প্রঃ— কোন কোন লোক বলে, কন্যাদান করিতে নাই একটী টাকা পণ হিসাবে লইতে হয়, ইহা কিরূপ?

উত্তর ঃ— এক কপর্দ্দকও লইতে নাই, উহা সম্পূর্ণ হারাম।

১২১। প্রঃ— পুরুষদের পক্ষে স্ত্রীলোকের সহিত ছালাম করা এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষের ছালামের উত্তর দেওয়া জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— মাতা, কন্যা, ভগিনী প্রভৃতি "আত্মীয় স্ত্রীলোকদিগকে ছালাম করা এবং ঐ সকল স্ত্রীলোকের পক্ষে ছালামের উত্তর দেওয়া জায়েজ, কিন্তু গায়ের "মোহরেমা" অর্থাৎ যাহাদের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ নহে, তদ্রূপ আত্মীয়া এবং অনাত্মীয়া ও অপরিচিতা স্ত্রীলোক যুবতী হইলে তাহাদের সহিত ছালামের আদান প্রদান মাকরূহ। বৃদ্ধা নারীদিগকে ছালাম করা বা তাহাদের পক্ষে ছালামের উত্তর দেওয়া অসিদ্ধ নহে।

১২২। প্রঃ— আহারকালে কোন আগন্তুককে ছালাম করা কিংবা আহারকালে কোন ব্যক্তির ছালামের উত্তর দেওয়া আবশ্যক এবং জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— আহারে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ছালাম করা নিষিদ্ধ, তবে আহারকালে কেহ ছালাম করিলে, তাহার উত্তর প্রদান করিতে হইবে।

১২৩। প্রঃ— ছালাম করাকে অসম্মান মনে করা এবং কোন

মুরুব্বি অথবা সম্মানাস্পদ ব্যক্তিকে ছালাম করিলে তাহার অসম্মান হইবে ধারণায় 'আদাব' বলা সঙ্গত কিনা?

উত্তর ঃ— ছালামের সহিত "আদাব" বলা যাইতে পারে, কিন্তু ছালাম করাকে অসম্মান জনক বিবেচনা করিয়া "আদাব" বলা অপরাধের কার্য্য। আদাব অপেক্ষা ছালাম করাই উৎকৃষ্ট ও পূণ্যজনক।

১২৪। প্রঃ— ফজর, মাগরেব্ ও এশার নামাজের "কাজা" সমুচ্চ তাক্‌বীর ও কের-আতের সহিত পড়া যায় কিনা?

উত্তর ঃ— জাহেরী নামাজের "কাজা" জামাত করিয়া পড়িলে তাক্‌বীর এবং কের-আতের সঙ্গেই পড়িতে হইবে। একাকী পড়িলে কের-আতের সহিত অথবা নীরবে উভয় প্রকারেই পড়িতে পারে; ইহাই অধিকাংশ আলেমের মনোনীত মত।

১২৫। প্রঃ— স্বপ্নের সমস্ত কথা বিশ্বাস করা যায় কিনা?

উত্তর ঃ— না; কেননা অনেক সময় শয়তান মানবরূপ ধারণ পূর্ব্বক মানুষকে কুপথ প্রদর্শন করিয়া থাকে, অপিচ শয়তান, মানুষের পরম শত্রু।

১২৬। প্রঃ— কেহ কেহ বলেন, — "খোদাতাআলা আরশের উপর বসিয়া আছেন" উহা কিরূপ?

উত্তর ঃ— উহা বাতেল কথা। খোদাতাআলা স্থান, কাল, সময় হইতে পাক।

১২৭। প্রঃ— সাধারণ লোকে মিলাদের সময় বর্ণনা করে যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর নূর (জ্যোতিঃ) খোদাতাআলার নূরের অংশ, ইহা কিরূপ?

উত্তর ঃ— ইহা বাতেল মত, কেননা — ইহাতে হজরতের প্রতি খোদাতাআলার অংশী হওয়া সাব্যস্ত হয়।

১২৮। প্রঃ— যদি কেহ হজরতের "নূরকে" খোদার নূরের

একাংশ বলে, তবে তাহার প্রতি কি হুকুম?

উত্তর ঃ— তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

১২৯। প্রঃ— যাদু মন্ত্র সমন্বিত তাবিজ লিখতে কি দোষ?

উত্তর ঃ— উহা শেরেক্ ও হারাম।

১৩০। প্রঃ— কাহারও কোন জিনিস হারাইলে "ছুরা ইয়াছিন" পড়িয়া বদ্‌না (লোটা) ঘুরাইয়া বলা কি সত্য হয়?

উত্তর ঃ— যদি কোন লোক চিহ্নিতভাবে চোর প্রকাশিত হয়, তবে তাহাকে চোর বলা যায় না, কেননা খোদাতায়ালা কোর-আনে বলিয়াছেন, যে বিষয়ের জ্ঞান তোমার নাই, তাহার অনুসরণ করিও না।

১৩১। প্রঃ সামান্য মাত্র সুদ গ্রহণে ও ভক্ষণে কি দোষ হয়?

উত্তর ঃ— জানিয়া শুনিয়া এক দের্‌হাম্ সুদ ভক্ষণ করা, ৩৬ বার ব্যভিচার করা অপেক্ষা কঠিনতম গোনাহ্।

১৩২। প্রঃ— টাকা পয়সা পাইবার লোভে কোর-আন পাঠ করা কিরূপ?

উত্তর ঃ— উহা নাজায়েজ, যাহার জন্য পড়াইবে, সে ব্যক্তি অনুমাত্র ফল পাইবে না।

১৩৩। প্রঃ— মাইয়েতের জন্য যদি কেহ এরূপ বন্দোবস্তে কোন কারীকে নিয়োজিত করে যে, ত্রিশ পারা কোর-আন শরীফ খতম করিয়া দিলে, তোমাকে ১০্ দশ টাকা দিব, ইহা জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— ইহা সম্পূর্ণ নাজায়েজ, মাইয়েতের কোন ফল হইবে না ও উভয়ই গোনাহ্‌গার হইবে; যেহেতু কোরআন পাঠ এবাদতের মধ্যে গণ্য।

১৩৪। প্রঃ— উপদেশক বিদ্বানগণকে কোন মোছলমান উপঢৌকন স্বরূপ কিছু দান করিলে উহা লওয়া জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— জায়েজ।

১৩৫। প্রঃ— তাবিজ লিখিয়া অর্থ গ্রহণ করা হালাল কিনা?

উত্তর ঃ— হালাল। হাদিছে ইহার নজীর আছে।

১৩৬। প্রঃ— কোর-আন পড়িয়া কাহারও শরীরে ফুক দিয়া কিছু লওয়া জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— জায়েজ।

১৩৭। প্রঃ— যে ব্যক্তি কোরবানীর মানত করে, সে ব্যক্তি যদি দরিদ্র হয়, তবে সেই কোরবাণীর গোস্ত খাইতে পারে কিনা?

উত্তর ঃ— সে ব্যক্তি দরিদ্র বা মহত হউক উহা ভক্ষণ করিতে পারিবে না এবং অন্য কোন অর্থশালী লোককে খাওয়াইতে পারে না।

১৩৮। প্রঃ— মছ্জেদ্ কিংবা গোরস্থানে ক্রয় বিক্রয় অর্থাৎ দোকানদারী, ব্যবসা ইত্যাদি হইতে পারে কিনা?

উত্তর ঃ— না। ঐ সমস্ত কার্য্য মাছ্জেদ এবং গোরস্থানে করা দোষনীয়।

১৩৯। প্রঃ— পুকুরের মাছ বিক্রয় জায়েজ হইবার উপায় কি?

উত্তর ঃ— পুকুরের মাছ পানির ভিতর থাকিলে বিক্রয় জায়েজ হইবে না। মাছ পানি হইতে উঠাইয়া থোক্ কিংবা ওজন করিয়া যেরূপ ইচ্ছা বিক্রয় জায়েজ হইবে।

১৪০। প্রঃ— যদি কোন লোক কাহারও নিকট হইতে কিছু কর্জ্জ করিয়া থাকে, পরে ঋণ পরিশোধ করা কালিন পাওনাদারের কোন সন্ধান না পায়, তবে কি করিবে?

উত্তর ঃ— এমতাবস্থায় ঋণগ্রস্ত লোকটী পাওনাদারের সন্ধান লইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, সর্ব্বতোভাবে সন্ধান লইবার পরেও যদি তাহার সন্ধান না পাওয়া যায়, তবে উক্ত পাওনাদারের ওয়ারিশানদিগের সন্ধান লইবে এবং তাহাদিগকে অংশানুযায়ী বন্টন

করিয়া দিবে। যদি কিছুতেই পাওনাদার কিংবা তাহার ওয়ারিশানের কোন সন্ধান না পাওয়া যায়, উক্ত ঋণ তুল্য অর্থ বা তত্তুল্য দ্রব্যাদি খয়রাত করিয়া দিবে এবং উহার ছওয়াব পাওনাদারকে (যদি সে ব্যক্তি মোছলমান হয়) বর্ত্তিবার নিয়ত করিবে।

১৪১। প্রঃ— স্বামী সুদীর্ঘ কালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত অথবা দীপান্তরিত হইলে, স্ত্রীর ভরণ পোষণের জন্য যদি অন্য উপায় না থাকে, তবে সে কি উপায় অবলম্বন করিবে?

উত্তর ঃ— স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হইলে চারি বৎসর পরে পুনর্ব্বিবাহিতা হইবার বিধি আছে। স্বামীর সুদীর্ঘ কারাবাস অথবা নির্ব্বাসন দণ্ড স্থলে ঐ ব্যবস্থা প্রযোজ্য। কিন্তু বৃটিশগভর্ণমেন্টের আইনানুসারে উক্ত ব্যবস্থা নাও খাটিতে পারে, খোলাছা কথা — জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট জানাইয়া বিবাহ দিলে কোন বাধা থাকিবে না।

১৪২। প্রঃ— মৃত ব্যক্তির আখেরাতের সদ্‌গতির জন্য মজুরী দিয়া নেক কার্য্য করাইলে সে নেকির ছওয়াব পাইবে কিনা?

উত্তর ঃ— না। কেননা নেক কার্য্যে খালেছ নিয়েতেরই আবশ্যক। প্রায়ই আলেমগণ টাকা পায়সার লালসা ভিন্ন আল্লাহর ওয়াস্তে কিছুই পড়েন না। সুতরাং ইহাতে খালেছ নিয়েতেরও বাধা হয়, এই নিমিত্ত তাহারা কোন ছওয়াবের অধিকারী নহে, কাজেই জীবিত বা মৃত কাহাকেও কিছু ছওয়াব বিতরণ করিতে পারে না। কারী ব্যক্তি নেক নিয়তে পাঠ করিবে ও দাতা দান স্বরূপ কিছু দিলে তাহা জায়েজ হইবে।

১৪৩। প্রঃ— উহারা যে খালেছ নিয়তে পড়ে না তাহা কি প্রকার জানা যাইবে?

উত্তর ঃ— পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ যদি জানে যে, আমাদিগকে পড়ানেওয়ালা কিছুই দিবে না, তবে তাহারা এক হরফ্‌ও পড়ে না,

কোর-আন্ শরীফ রোজগারের এক ফন্দি করিয়া তুলিয়াছে।

১৪৪। প্রঃ— গোনাহের কার্য্য করিয়া মজুরী লওয়া যায় কিনা?

উত্তর ঃ— গোনাহের কার্য্য করাই ত গোনাহ্, তাহাতে আবার মজুরী কি? এইরূপ কোন নফল এবাদত করিয়াও মজুরী লইতে পারিবে না।

১৪৫। প্রঃ— নফল এবাদত করিয়া মজুরী লওয়া সিদ্ধ নহে, ইহা কি হাদিছ শরীফে লিখিত আছে?

উত্তর ঃ— হাঁ। হাদিছ শরীফে আছে, হাদিছ শরীফ ছাড়া কথা নাই। মাবছুতে ১৬ জেল্‌দ ও মেশকাত মাছাবিহ।

১৪৬। প্রঃ— যদি কেহ মৃত্যু সময় ওছিয়ত করে যে, আমার জন্য কোর-আন শরীফ পড়ান ও তাছ্‌বিহ তাহ্‌লিল্ ইত্যাদি নেকির কার্য্য করাইয়া 'লিল্লাহ' দিবে ও কারীগণকে খানা খাওয়াইবে, এমতাবস্থায় মজুরী দেওয়া, লওয়া ও খাওয়া জায়েজ আছে কি না?

উত্তর ঃ— না, জায়েজ নাই। কেননা তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মজুরী দিয়া নেক কার্য্য করান হারাম। ওছিয়ত করুক বা নাই করুক তাহাতে কিছু আসে যায় না; হারাম কার্য্যের জন্য ওছিয়ত করিলে সে ওছিয়ৎ বাতেল।

১৪৭। প্রঃ— মোহাররমের দিনকে শোকের দিন বলা যায় কিনা?

উত্তর ঃ— মোহাররমের দিনকে শোকের দিন বলা উচিত নহে। কেননা, সেই দিন আল্লাহতাআলা আপনার নবিদিগকে দুস্মনের হস্ত হইতে নাজাত দিয়াছিলেন ও সেই দিন কাফেরদিগকে হালাক করিয়াছিলেন। এই জন্য ঐ দিবসকে খুশীর দিন বলা কর্ত্তব্য। এই দিনকে আশুরার দিন বলে। যদি আশুরার দিনকে শোকের দিন বলা জায়েজ হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ছাহাবাহ ও তাবেইনগণ এই

শোক করাকে জায়েজ রাখিতেন, তাঁহারা এই দিন গরীব মিছকিনকে খাওয়াইতেন, আত্মীয় স্বজনগণকে আহার করাইতেন, রোজা রাখিতেন, ইত্যাদি সৎকার্য্য করিতেন।

১৪৮। প্রঃ— তামাক না খাইয়া উহার পরিবর্ত্তে "জর্দ্দা" খাওয়া ও নস্য ব্যবহার করা কিরূপ?

উত্তর ঃ— অনুচিত, উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিজনক।

১৪৯। প্রঃ— ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির জন্য ও বালা মছিবত হইতে বাঁচিবার জন্য নৌকাতে কোর-আন শরীফ পড়াইয়া কিছু দেওয়া জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— জায়েজ।

১৫০। প্রঃ— যে টাকায় আয়াত লেখা আছে, উহা অগ্নিতে গলান জায়েজ আছে কি না?

উত্তর ঃ— যদি উহাতে একটী পূর্ণ আয়াত না থাকে, তবে উহা গালাইয়া ফেলা জায়েজ হইবে, আর উহাতে পূর্ণ একটী আয়াত লেখা থাকিলে, গলান জায়েজ হইবেনা, কিন্তু যদি উক্ত টাকাটী ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়, তাহা গলান জায়েজ হইবে।

১৫১। প্রঃ— কোর-আন শরীফের কোন আয়াত থুতু দ্বারা মিটাইয়া ফেলা জায়েজ কি না? থুতু দ্বারা আল্লাহতায়ালার নাম মিটাইয়া ফেলা যায় কি না?

উত্তর ঃ— কোর-আন শরীফের কোন আয়াত থুথু দিয়া নষ্ট করা নিষিদ্ধ। আল্লাহতাআলার নাম মিটাইয়া ফেলা মাক্রুহ তাহরিমি।

১৫২। প্রঃ— বে ওজু অবস্থায় আজান দিতে পারে কিনা?

উত্তর ঃ— বেওজু অবস্থায় আজান দিতে পারে কিন্তু একামত বলা মাক্রুহ।

১৫৩। প্রঃ— নাপাক অবস্থায় আজানের জওয়াব দেওয়া

জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— জায়েজ।

১৫৪। প্রঃ— জমজমের পানিতে ওজু, গোছল করা জায়েজ কি না?

উত্তর ঃ— হাঁ! জমজমের পানিতে ওজু গোছল করা জায়েজ।

১৫৫। প্রঃ— আখেরে জোহর নামাজ ফরজ, ওয়াজেব, ছোন্নত কি মোস্তাহাব?

উত্তর ঃ— আখেরে জোহর নামাজ 'ওয়াজেব'।

১৫৬। প্রঃ— আখেরে জোহর না পড়িলে কি হয়? ইহার দলীল কি?

উত্তর ঃ— আখেরে জোহর না পড়িলে জোমআ নামাজ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় ও ইহার দলীল মৎপ্রণীত আখেরে জোহর দেখ।

১৫৭। প্রঃ— তরিকতের কার্য্য শিক্ষা না করিলে কি হয়? উহা কি নফল এবাদত?

উত্তর ঃ— তরিকতের জেকের আজকার শিক্ষা করা অতীব কর্ত্তব্য, উহা ওয়াজেব।

১৫৮। প্রঃ— মোহাম্মদী পঞ্জিকায় লিখিত আছে, ডুব দিয়া গোছল করা মাকরুহ, ইহা কি সত্য?

উত্তর ঃ— ফেক্‌হের কোন কেতাবে এরূপ নাই যে ডুব দিয়া গোছল করা মাক্‌রুহ, তবে নিঃসন্দেহে জায়েজ।

১৫৯। প্রঃ— যদি কেহ পুত্র বধূর সহিত ব্যভিচার করে, তবে তাহার কি হুকুম?

উত্তর ঃ— তবে পুত্রের পক্ষে তাহার ঐ স্ত্রী চিরতরে হারাম হইয়া যাইবে।

১৬০। প্রঃ— যদি কেহ শাশুড়ীর সহিত ব্যভিচার করে বা কামভাবে তাহাকে চুম্বন কিংবা স্পর্শ করে, তবে তাহার কি হুকুম?

উত্তর ঃ— তবে তাহার ঐ স্ত্রী চিরতরে তাহার পক্ষে হারাম হইয়া যাইব।

১৬১। প্রঃ— স্বামীহীনা ও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের কত দিবস যাবৎ এদ্দত পালন করিতে হইবে?

উত্তর ঃ— গর্ভিনী ব্যতীত নাবালেগা ও বৃদ্ধা সকল প্রকার স্ত্রীলোকের স্বামীর মৃত্যুতে চারি মাস দশ দিন এদ্দত পালন করিতে হইবে। নাবালেগা বা ঋতুহীনা বয়োবৃদ্ধা মোতালাকী হইলে তিন মাস কাল এদ্দত পালন করিতে হইবে, আর ঋতুবতী হইলে তিন ঋতু (হায়েজ) অবধি এদ্দত পালন করিবে।

১৬২। প্রঃ— যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার অল্পক্ষণ পরে মারা যায়, তাহার জন্য গোছল জানাজা রীতিমত পড়িতে হইবে কিনা?

উত্তর ঃ— যে সন্তানটি জীবিতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, উহার নিয়মিত গোছল, জানাজা ও দফন করিতে হইবে।

১৬৩। প্রঃ— মোরদারের তহবন্দ পরাইয়া দেওয়া জায়েজ কি না?

উত্তর ঃ— নাজায়েজ।

১৬৪। প্রঃ— মোক্তাদী একা এক সারিতে নামাজ পড়িলে তাঁহার নামাজ বাতিল হইবে কি না?

উত্তর ঃ— মাক্রুহ হইবে কিন্তু বাতিল হইবে না।

১৬৫। প্রঃ— জমির গুলা ধান্য, খাজনা বাদ প্রজার নিকট হইতে লওয়া জায়েজ কি না?

উত্তর ঃ— জায়েজ নহে।

১৬৬। প্রঃ— সুদখোরের অর্থ লইয়া লেখাপড়া শিক্ষা করিতে পারা যায় কি না? কোন কোন লোক বলিয়া থাকে যে, আমি

মাদ্রাসায় পড়িতেছি, সুতরাং সকলেরই অর্থ লওয়া আমার পক্ষে জায়েজ; বাস্তবিক ইহা লওয়া জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— উহা লওয়া জায়েজ নহে।

১৬৭। প্রঃ— একটী স্ত্রীলোক নিজের ইচ্ছায় বা অন্য পুরুষ লোকের প্ররোচনায় বেশ্যা হইয়া যায়, তাহার স্বামী তাহাকে তালাক দিয়াছিল, ২/৩ বৎসর পরে সে আবার মোছলমানকে নেকাহ্ করিতে চাহে, এরূপ নেকাহ্ জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর ঃ— হাঁ, জায়েজ হইবে।

১৬৮। প্রঃ— সর্প, বৃশ্চিক, জ্বেন, ভূত ইত্যাদি সম্বন্ধে ঝাড় ফুঁকের জন্য বেদাতিদের সাহায্য লওয়া জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— যাঁহারা খোদার কালাম কোর-আন মুজিদের আয়তের সাহায্যে উক্ত কার্য্যগুলি করেন তাহা জায়েজ, নতুবা নহে।

১৬৯। প্রঃ— ইহার কোন বাঙ্গালা কেতাব আছে কিনা?

উত্তর ঃ— হাঁ আছে, মৎপ্রণীত তাবিজাত, মাওলানা মোয়েজ্জদীন সাহেবের স্বাস্থ্য-সুহৃদ। আপনিও আমলিয়াত ও তাবিজাত নাম দিয়া একখানি কেতাব বাহির করুন।

১৭০। প্রঃ— বিধর্ম্মিদের দাওয়াৎ স্বীকার করা ও তাহাদিগের মাজ্‌লেছে গমন করা জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— একেবারে অবৈধ।

১৭১। প্রঃ— কোন সুদখোর সুদের মাল হইতে কিছু দান করিয়া তাহা হইতে ছওয়াবের আশা করিলে কাফের হইবে কিনা?

উত্তর ঃ— উক্ত ব্যক্তি শরার বিধান মতে কাফের হইয়া যাইবে।

১৭২। প্রঃ— হুজুর! সুদখোরের ইচ্ছা আছে, আর সুদ খাইব না, এইবার টাকা আদায় হইলে আর সুদের ব্যবসা করিব না, সে নেক নিয়তে ঐ টাকা হইতে খয়রাত করিলে তাহার কোন ফল হইবে

না; তবে তাহার কি কোন ব্যবস্থা নাই?

উত্তর ঃ— সুদের মাল হারাম হইয়া গিয়াছে, উহা দ্বারা কোন সৎকার্য করা যায় না, তবে যদি তাহার সৎকার্য্য করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে হালাল টাকা কর্জ্জ করিয়া যে কোন সৎকার্য্য করা যাইতে পারে, পরে নিজের টাকা হইতে উক্ত দেনা দিবে, পরে তাহাকে তওবাহ করিতে হইবে।

১৭৩। প্রঃ— মৃত ব্যক্তির নামে কোরবানী করা জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— হাঁ জায়েজ।

১৭৪। প্রঃ— রোজা রাখিয়া দেহের কোন স্থানে ইন্‌জেক্‌শন (Injection) করা কিরূপ?

উত্তর ঃ— উচিত নহে।

১৭৫। প্রঃ— সুদখোরের নিকট কোন জিনিস বিক্রয় করা জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— যদি সুদখোরের নিছক সুদের টাকা হয়, তবে নাজায়েজ।

১৭৬। প্রঃ— পণ খোরের বাটী খাওয়া কিরূপ?

উত্তর ঃ— হারাম।

১৭৭। প্রঃ— কাঁচা পেঁয়াজ, কাঁচা রশুন ও হুক্কা খাইয়া মসজিদে যাওয়া কিরূপ?

উত্তর ঃ— নাজায়েজ। তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া উত্তম। (যদি দুর্গন্ধ থাকে)।

১৭৮। প্রঃ— যদি কোন স্ত্রীলোক তাহার সতীনকে স্বীয় স্তনদুগ্ধ পান করাইয়া দেয়, এবং উক্ত দুগ্ধ পানকারিনী সতীনের বয়স ৩০ মাসের কম হয়, তাহা হইলে স্বামীর পক্ষে কোন্ বিবিটী হারাম হইয়া যাইবে?

উত্তর ঃ— উভয় বিবিই হারাম হইয়া যাইবে, কেননা উভয়ের মধ্যে পরস্পর মাতা ও কন্যা সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং মাতা ও কন্যাকে বিবাহ করা হারাম।

১৭৯। প্রঃ— যদি কাহারও আড়াই বৎসরের কম বয়স্কা দুইটী স্ত্রী থাকে এবং অন্য একটী অপরিচিতা স্ত্রীলোক তাহাদের উভয়কে দুগ্ধ পান করাইয়া দেয়, তাহা হইলে স্বামীর প্রতি ঐ দুইটী স্ত্রীলোক হারাম হইবে কিনা?

উত্তর ঃ— নিশ্চয় হারাম হইবে। কেননা ইহাতে উহাদের মধ্যে পরস্পর দুগ্ধ-ভগ্নী সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া যায় এবং শরার ব্যবস্থামতে দুই ভগ্নীকে এক সঙ্গে বিবাহ করা হারাম।

১৮০। প্রঃ— একটী স্ত্রীলোক স্বামীর মৃত্যুর দুই বা আড়াই মাসের মধ্যে নেকাহ করিয়াছে, অতঃপর আলেমের নিকট জানিল যে, উক্ত নেকাহ হারাম হইয়াছে; এক্ষণে তাহা শুদ্ধ হইবার কি ব্যবস্থা?

উত্তর ঃ— সে ব্যক্তি ইহা অবগত হওয়া মাত্র উক্ত স্ত্রীকে ত্যাগ করিবে, এদ্দত গত হওয়ার পরে সেই স্ত্রীলোকটীর সম্মতি হইলে, পুনরায় নেকাহ করিয়া লইবে, কিন্তু প্রথম কার্য্যের জন্য উভয়কে তওবা করিতে হইবে।

১৮১। প্রঃ— হুজুর! চিংড়ি মৎস্য কি মকরুহ?

উত্তর ঃ— উহা হালাল।

১৮২। প্রঃ— মুল্লে কি মৎস্য? উহা কি হালাল?

উত্তর ঃ— মুল্লে মৎস্য নহে, উহা জলজন্তু।

১৮৩। প্রঃ— হুজুর! বাওশ (বামইছ) মাছ কি খাওয়া যায়?

উত্তর ঃ— না উহা হারাম।

১৮৪। প্রঃ— হুজুর! গরু ও ছাগলের ভুঁড়ী হালাল কিনা?

উত্তর ঃ— উহা মাকরুহ।

১৮৫। প্রঃ— বিবাহের সময় দুলহিনকে "ক্ষীর খেলানী" কাপড় দেওয়া কিরূপ?

উত্তর ঃ— উহা বেদায়াত।

১৮৬। প্রঃ— দুলাহ বিবাহ করিতে যাইবার কালে একটি বড় হাঁড়িতে করিয়া চাউল, ডাউল ও পিষ্টক ইত্যাদি লইয়া যাইবে নচেৎ বিবাহ হইতে বিড়ম্বনা হইবে, ইহা লইয়া যাওয়া কি সঙ্গত?

উত্তর ঃ— উহা বেদয়াত।

১৮৭। প্রঃ— হুজুর! যদি কোন বৃদ্ধ লোক রোজা রাখিতে অক্ষম হন তবে তিনি কি করিবেন?

উত্তর ঃ— তিনি প্রতিদিন দুই বেলা একজন মিছ্কীনকে তৃপ্তি সহকারে আহার করাইবেন।

১৮৮। প্রঃ— হিন্দু রজকে কাপড় কাচিয়া দিলে তাহা পরিধান করিয়া নামাজ পাঠ করা জায়েজ হইবে কি?

উত্তর ঃ— হাঁ হইবে।

১৮৯। প্রঃ— মছ্জেদের মধ্যে চৌপায়ার মধ্যে শয়ন করা জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— জায়েজ।

১৯০। প্রঃ— পাটনীগিরী পেশা হারাম না হালাল? যে মোসলমান পাটনীগিরী কার্য্য করে, তাহার সহিত সমাজ করা যায় কিনা?

উত্তর ঃ— পাটনীগিরী ব্যবসা জায়েজ ও হালাল। দীনদার মোছলমান পাটনীর সহিত সমাজ করা জায়েজ।

১৯১। প্রঃ— এদ্দতের মধ্যে স্ত্রীলোকের নেকাহ জায়েজ কিনা, যদি না জায়েজ হয়, তবে তাহার উপায় কি? এবং তাহার নেকাহ দিবার কি ব্যবস্থা?

উত্তর ঃ— এদ্দতের মধ্যে নেকাহ দেওয়া হারাম, এইরূপ নেকাহ হইয়া থাকিলে অবিলম্বে উক্ত স্ত্রী পুরুষকে পৃথক করিয়া দিতে হইবে এবং এদ্দত গত হইলে পুনরায় নেকাহ দিবে। কিন্তু যদি ঐ পুরুষ ভিন্ন অন্য পুরুষের সহিত নেকাহ দিবার বাঞ্ছা হয়, তবে পৃথক করিবার তারিখ হইতে এদ্দত আরম্ভ করিয়া এদ্দত অন্তে নেকাহ দিবে।

১৯২। প্রঃ— পূর্ব্ব হইতে যে স্থানে মসজিদ আছে, বর্ত্তমানে বাটীর স্থান সংকুলান না হওয়ায় তথা হইতে মসজিদ স্থানান্তরিত করা যায় কিনা?

উত্তর ঃ— স্থানান্তরিত করা যায় না।

১৯৩। প্রঃ— কোন ব্যক্তি রাগের সময় স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং ঝগড়া মিটিয়া গেলে, পুনরায় গ্রহণ করে, এইরূপ কার্য্য বহুবার সে ব্যক্তি করিয়াছে। এ স্থলে ঐরূপ ভাবে উক্ত স্ত্রী গ্রহণ করা হালাল হইবে কিনা?

উত্তর ঃ— যদি এক বা দুই তালাক 'রেজায়ী' দিয়া থাকে, তবে বিনা নেকাহ উক্ত স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে, এইরূপ এক বা দুই 'তালাক বায়েন' দিলে নেকাহ অন্তে লইতে পারে, কিন্তু তিন 'তালাক রেজায়ী' বা 'বায়েন' দিলে বিনা তহলিল অর্থাৎ অপরের সহিত নেকাহ হওয়ার পর তৎসহ সহবাসকৃতা না হইলে, কিছুতেই উক্ত স্ত্রী গ্রহণ করা হালাল হইবে না।

১৯৪। প্রঃ— কবর জেয়ারত করিলে করবের নিকটে না যাইয়া কোন দূরবর্ত্তী স্থান হইতে জেয়ারত করা জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর ঃ— জায়েজ হইবে।

১৯৫। প্রঃ— স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে তাহার ভগ্নীর নাতনীকে নেকাহ করা জায়েজ কি না?

উত্তর ঃ— নাজায়েজ।

১৯৬। প্রঃ— হিন্দু কিংবা কোন অমুসলমানের টাকা দিয়া রমজানের রোজা এফতার করা যায় কিনা?

উত্তর ঃ— না।

১৯৭। প্রঃ— যে ব্যক্তি এলম্ কিংবা তাছাওয়াফের কোনই খবর রাখেন না সে ব্যক্তি পীর (মোরসেদ) হইতে পারে কিনা?

উত্তর ঃ— না ঐরূপ ব্যক্তি পীর হইবার আদৌ উপযুক্ত নহে।

১৯৮। প্রঃ— হিন্দুর নিকট হইতে দান লওয়া জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— না।

১৯৯। প্রঃ— আরবী লেখা কাগজ কিম্বা কোরআনের কোন আয়াত পোড়াইয়া ফেলা জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— মানুষের যাতায়াত রহিত স্থানে দফন করিবে একান্ত পক্ষে অগ্নিদগ্ধ করিতে হইলে উহা হইতে আল্লাহ, রাছুল ও ফেরেশতাহগণের নামসমূহ মিটাইয়া দিয়া তৎপরে অগ্নিদগ্ধ করিবে।

২০০। প্রঃ— হজরত নবিয়ে করিম (ছাঃ) এর পবিত্র নাম শুনিয়া দরুদ পাঠ করা কি?

উত্তর ঃ— একবার দরুদ শরীফ পড়া ওয়াজেব। বারংবার পাঠ করা মোস্তাহাব এবং অত্যন্ত পূণ্যের কার্য্য।

২০১। প্রঃ— যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে কয়েক বৎসর যাবৎ তাহার শ্বশুরালয়ে রাখে ও তাহার তত্ত্বাবধান করে না এবং খোরপোষও দেয় না, সেই ব্যক্তির উপর কি ফৎওয়া?

উত্তর ঃ— পবিত্র কোরআন মজিদে আছে স্ত্রীকে এইরূপ অবস্থায় রাখা নিষিদ্ধ; এইরূপ স্বামী ফাছেক, তাহাকে সমাজে আবদ্ধ রাখা ওয়াজেব।

২০২। প্রঃ— যে আলেম্, এলেম্ তাছাওয়াফ শিক্ষা করিতে নিষেধ করেন কিম্বা কোন শরীয়ত সংগত ইছালে ছওয়াবে যোগদান করিতে নিষেধ করেন, তবে তাহার হুকুম কি?

উত্তর ঃ— এইরূপ লোক বেদায়াতী, তাহার কথা মান্য করা যাইবে না।

২০৩। প্রঃ— ওয়াদা ভঙ্গ করা কি?

উত্তর ঃ— বিনা ওজরে শরিয়ত সংগত ওয়াদা ভঙ্গ করা বড় গোনাহ্। কোরআন ও হাদিছে অঙ্গীকার পূর্ণ করার তাগিদ আসিয়াছে।

২০৪। প্রঃ— অজু করার পর কোন স্ত্রীলোক আপন সন্তানকে দুগ্ধ পান করাইলে অজু নষ্ট হইবে কি না?

উত্তর ঃ— অজু নষ্ট হইবে না। অবশ্য কোন স্ত্রীলোক নামাজ পড়িতেছে, এমতাবস্থায় তাহার শিশু সন্তান স্তন চুষিলে যদি দুধ বাহির হয়, তবে নামাজ নষ্ট হইবে, নচেৎ নষ্ট হইবে না। কিন্তু তিনবার স্তন চুষিলে দুধ বাহির হউক বা নাই হউক নামাজ নষ্ট হইবে।

২০৫। প্রঃ গ্রামে কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি মহামারী দেখা দিলে গ্রামস্থ লোকেরা চাঁদা উঠাইয়া শীরণী করে, ঐ শীরণী চাঁদা দাতা ও অন্যান্য লোকেরা খাইতে পারে কি কিনা?

উত্তর ঃ— হাঁ পারে; তবে হালাল মাল দ্বারা প্রস্তুত করা হইলে নিঃসন্দেহে জায়েজ বরং দরিদ্রদিগকে উহা দান করা উত্তম।

২০৬। প্রঃ— স্ত্রীলোকের মুরিদ হওয়া জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ— জায়েজ। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে ইহার প্রমাণ আছে।

২০৭। প্রঃ— মিলাদ ও কেয়াম করা কি?

উত্তর ঃ— অবাধে জায়েজ। বিশুদ্ধ মিলাদ ও কেয়াম আজ ৬/৭ শত বৎসর হইতে অসংখ্য বড় বড় হাক্কানী রব্বানী আলেম, এমাম, মোজাদ্দেদ, মোফাচ্ছের, মোহাদ্দেছ, মুফতী এবং বড় বড় অলীও কাশ্‌ফশক্তি সম্পন্ন পীর-বোজর্গদিগের স্থির সিদ্ধান্ত মতে

সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য কিশোরগঞ্জ, গৌরিপুরের বাহাছ ও বিভিন্ন কেতাব দ্রষ্টব্য।

২০৮। প্রঃ— বন্দেমাতরম বলা কি?

উত্তর ঃ— বলা কঠিন শেরেক। যেহেতু ভারতকে মাতৃ-জ্ঞানে বন্দনা করা হয়। মহামান্য ইসলাম ধর্মে আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাহাকে বন্দনা বা গুণকীর্ত্তণ করা শেরেক।

২০৯। প্রঃ— স্ত্রীলোকের জবাহ হালাল কিনা?

উঃ — হাঁ হালাল।

২১০। প্রঃ— যে ব্যক্তি বরণ গ্রহণ করে তাহার এক্তেদা (এমামতী) করা কিরূপ?

উত্তর ঃ— মাক্‌রূহ তাহরিমী।

২১১। প্রঃ— গরু, ছাগল ও মুরগী বর্গা (পোষানী) দেওয়া জায়েজ কি না?

উত্তর ঃ— জায়েজ নহে। গাভীর বাছুর ও দুধ মালিকের [illegible]। প্রতিপালনকারী কেবল মাত্র পারিশ্রমিক পাইবে। বাছুর ও দুধের ভাগ লওয়া জায়েজ নহে। ছাগল ও মুরগীর পারিশ্রমিক পাইবে, ভাগ পাইবে না।

২১২। প্রঃ— এক ব্যক্তি একশত টাকা দিয়া এক বিঘা জমি কট-বন্দক রাখিয়া ঐ জমির বার্ষিক খাজনা দিয়া ফসল খাইতে লাগিল। জমি রাখার সময় এইরূপ শর্ত করা হইল যে, যখন উক্ত একশত টাকা ফেরৎ দিবে, তখন জমি ছাড়িয়া দিব। ইহা জায়েজ কি না?

উত্তর ঃ— ইহা সুদ ও হারাম।

— সমাপ্ত —